মাসুদা সুলতান রুমী

আমরা কেমন মুসলমান?

আমরা কেমন মুসলমান?

মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

www.pathagar.com

আমরা কেমন মুসলমান
মাসুদা সুলতানা রুমী

প্রকাশক
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
ওয়ারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

প্রথম প্রকাশ
রমাদান: ১৪২৯ হিজরী
সেপ্টেম্বর: ২০০৮ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ: ৫ম প্রকাশ:
সেপ্টেম্বর'২০১৪ ইংরেজী

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রফেসর'স কম্পিউটার
মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ:
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

PPBN-059
ISBN-984-31-1426-0

বিনিময় মূল্য: ২৬ টাকা মাত্র।

Amra kamon Musalman? by Masuda Sultana rumi and Published by Professor's Publication, Moghbazar, Dhaka-1217. Price: Tk.26.00 only.

www.pathagar.com

১. আমরা কেমন মুসলমান?

আমার বোনের শ্বশুর দীর্ঘ রোগ ভোগের পর মারা যান।(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) তার মৃত্যু পরবর্তী কালীন দোয়া অনুষ্ঠানে আমাকেও দাওয়াত দেয় আমার বোন জামাই। যেয়ে দেখি কোথায় দোয়া অনুষ্ঠান? এতো বিরাট ব্যাপার স্যাপার।

বাবা যতো দিন অসুস্থ্য হয়ে জীবিত ছিলেন ততদিন তার ছেলে মেয়েরা তাকে সেবা যত্ন করার খুব একটা সময় সুযোগ করে উঠতে পারেন নি। তাই তার মৃত্যুর পর চল্লিশার মাধ্যমে সেই ঘাটতিটুকু বুঝি পুষিয়ে নিতে চাচ্ছেন।

বড় বড় দুইটি গরু আর তিনটি খাসি জবাই হয়েছে, চাল কতো মণ তা আমার জানা নেই। দাওয়াত দেওয়া হয়েছে প্রায় পাঁচশতরও বেশী মানুষ কে। হাফেজি মাদ্রাসা থেকে ২০/২৫জন তালেবে এলেম আনা হয়েছে যারা দুলেদুলে কোরআন শরিফ তেলাওয়াত করছে। এদের পড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় যেয়ে কোরআন পড়ায় এরা অভ্যস্ত। দূরের কাছের সব আত্নীয় স্বজনের উপস্থিতিতে বাড়িতে যেনো একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কারো মধ্যে এতটুকু শোকের বালাই নেই।

অতগুলো গরু খাসি জবাই আর গোশত তৈরী করতে সারা রাত জাগতে হয়েছে কিছু মানুষকে। তাই তাদের জন্য ভি.সি.ডির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা রাতভর সিনেমা দেখেছে আর কাটাকাটি রান্না-বান্নার কাজ করেছে। একজন মাওলানা সা'ব আছেন, তিনি ঘুরে ঘুরে সবকিছু তদারকি করছেন। খাওয়া দাওয়ার আগেই মিলাদ পড়ালেন। দোয়া করলেন কবরবাসীদের জন্য। তারপর গোরস্থানে যেয়ে কবর জেয়ারত করলেন নারী পুরুষ সবাইকে নিয়ে। খাওয়ার পর মাওলানাকে বিদায় করা হলো লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী দিয়ে। তাছাড়াও টাকা চাল ও প্রচুর পরিমানে গোশত। এই অনুষ্ঠানের নাম হলো চল্লিশা বের করা।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান শেষ করতে এদের খরচ হলো প্রায় ৫৫/৬০ হাজার টাকা। আমার বোনজামাইকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করে বললাম, 'তোমরা যে কাজটা করছ তা মোটেও ইসলাম সম্মত নয়।' সে আমাকে বুঝিয়ে বলল, 'আপা এসব কথা এখানে বলা যাবে না। এটাই আমাদের এখানকার নিয়ম। বাপ দাদার কাল থেকে চলে আসছে এই সিষ্টেম। আমার বাবাও এইভাবে তার বাবার চল্লিশা বের করেছে। এখানকার সবার ধারণা চল্লিশা বের না করা পর্যন্ত আত্মা শান্তি পায় না। কেঁদে কেঁদে বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরতে থাকে।'

আমি শুধু বললাম, 'তুমি অর্থসহ কোরআন পড়েছ, হাদিস পড়েছ, তুমিও কি এসব বিশ্বাস করো?'

দুলাল হেসে বলল, 'আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। আমার কথা কেউ মানবে না। এই যে আমাদের মাওলানা সাব উনি কি কোরআন হাদিস পড়েন নি? কি করব বলেন? তাই আমিই এদের কথা মেনে চলি।' হাসতে হাসতে চলে গেলো দুলাল।

আল কোরআনে কি এদের কথাই বলা হয়েছে? 'তারা বলে আমাদের বাপ দাদাদের যা করতে দেখেছি আমরা তো তাই করবো।' কিংবা এরা কি সেই লোক? 'তাদের জন্য সমান-তোমরা তাদের সতর্ক কর বা না করো-তারা মেনে নেবে না। আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন।'(সূরা বাকারা-৭)

নাকি এর জন্য আমরাই দায়ী যারা 'দায়ীইল্লাল্লাহ' বলে দাবী করি অথচ তাদের কাছে সঠিক দাওয়াতটা পৌঁছাতে পারি নি।

আমাদের দেশের প্রায় সব জায়গাতেই এই অনুষ্ঠান বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। যার প্রকৃত নাম শ্রাদ্ধ। যা হিন্দুদের শেষকৃত অনুষ্ঠান। হিন্দুরা যাকে জল বলে আমরা তাকে বলি পানি। এ যেন ঠিক তেমনি। হিন্দুরা বলে শ্রাদ্ধ আর আমরা বলি চল্লিশা জেয়াফত, কুলখানী। যে নামেই ডাকি না কেন জিনিষ একই। এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ন ভাবে হিন্দুদের। এর সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক নেই। সোয়াবের তো প্রশ্নই আসেনা।

রাসূল (সা.) এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মা মারা গেছেন, আমি এখন কি করবো।'

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার মায়ের জন্য দোয়া করো আর তার আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করো।'

হযরত ওমর (রা.) এর মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর দূরের এক বেদুইন পল্লীতে গেলেন বেশ কিছু উপঢৌকনাদি নিয়ে বেদুইন সর্দারের কাছে।

সর্দার চিনতে না পেরে বললেন, 'কে বাবা তুমি?'

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর সালাম দিয়ে বললেন, 'আমি হযরত ওমর (রা.) এর পুত্র। আমি ছোট বেলায় বাবার সাথে আপনার এখানে এসেছি। আমার বাবা মারা গেছেন, আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। বাবার হক আদায় করার জন্য আপনার কাছে এসেছি।' বৃদ্ধ সর্দার আব্দুল্লাহকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। হযরত ওমর (রা.) এর জন্য অনেক দোয়া করলেন। এই আমল রাসূল (সা.) শিখিয়েছেন।

আল্লাহ পাক একটা দোয়াও শিখিয়েছেন 'রাব্বির হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগীরা।' অর্থ- 'হে আল্লাহ আমার বাবা মাকে তুমি তেমনি আদরে রাখ যেমন আদর যত্নে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছে।' আর বাবা মা জীবিত থাকতে তাদের সাথে করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে 'পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে। তাহলে তাদের কে উহ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদের কে ধমকের সুরে জবাব দিয়ো না বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে কথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো।'(সুরা বনী ইসরাইল-২৩)

কিন্তু বাবা মা এর মৃত্যুর পর এই ভোজ অনুষ্ঠানের কথা আল্লাহ কিংবা রাসূল (সা.) কোনো দিন বলেননি। শুধু বাবা মা বলি কেন? যে কোন আত্মীয় স্বজন মারা গেলে এই ধরনের অনুষ্ঠান করা জঘন্যতম বিদায়াত। এই অনুষ্ঠানে কোনো একটা কাজের সাথেও ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা কয়েকটি কাজ দেখতে পাই–যাকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে ভালো কাজ মনে করি। যেমন–

১. গরু খাসি জবাই করে ঢালাও ভাবে মানুষকে একবেলা খাওয়ানো।

২. হাফেজ দিয়ে কোরআন খতম করানো।

৩. সবাই মিলে কবর জেয়ারত করা।

৪. মিলাদ পড়া।

৫. মাওলানা সাহেবকে তুষ্ট করা।

www.pathagar.com

এই কাজগুলো কোরআন ও হাদিস দিয়ে বিশ্লেষণ করে কাজগুলো সঠিক না বেঠিক তা বোঝা যাবে। প্রথমেই বুঝতে হবে ইবাদাত কাকে বলে? মনে রাখতে হবে রাসূল (সা.) যে ভাবে যে কাজ করেছেন সেই ভাবে সেই কাজ করার নাম ইবাদাত। আর ইবাদাতের বিপরীত কাজ হলো বিদায়াত। অর্থাৎ রাসূল (সা.) যে কাজ করেননি করতে বলেননি সেই কাজ সওয়াবের আশায় করার নাম বিদায়াত।

১. অতএব কারো মৃত্যুর পরে এইভাবে অনুষ্ঠান করে মানুষকে খাওয়ানোর মধ্যে সওয়াব তো নেই বরঞ্চ এই সব অনুষ্ঠানে যেভাবে বেপর্দা হয় তা কি কেউ ভেবে দেখে?

২. টাকা দিয়ে হাফেজ দ্বারা কোরান পড়িয়ে নেওয়ার মধ্যে কি করে সওয়াব হতে পারে? কোরআন যে পড়ে তার সওয়াব হয়। কিন্তু সওয়াব কি কখনও বিক্রি করা যায়? আর টাকা পাওয়ার নিয়তে যে কোরআন পড়ে তার তো সোয়াব হয়ই না তা আবার অন্যকে দেবে কি? একজনে খাবে আর অন্য একজনের পেট ভরবে এ যেমন সম্ভব না তেমনি একজনে কোরআন পড়বে আর অন্য একজনকে তার সোয়াব বখশিস করবে তাও কিছুতেই সম্ভব না। কোরআন পড়ানোর এই পদ্ধতিটা সম্পূর্ন বিদায়াত।

৩. কবর জেয়ারত করলে কবরবাসীর কোনো উপকার হয়না। কবরবাসীর জন্য দোয়া করতে হলে যে কোন জায়গা থেকেই করা যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা কবর জেয়ারত করো তাহলে তোমাদের মন নরম হবে।' অর্থাৎ যে কবর জেয়ারত করবে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে, মন নরম হবে এবং নিজেকে অন্যায় ও পাপ থেকে দুরে রাখতে পারবে।

৪. মিলাদ শব্দের অর্থই হলো জন্মদিন। মিলাদুন্নবী মানে নবী (সা.) এর জন্মদিন। কারো মৃত্যু দিনকে জন্মদিন বলার মতো হাস্যকর আর কি হতে পারে? এই অনুষ্ঠান আল কুরআন কিংবা রাসূল (সা.) এর হাদিস থেকে পাওয়া যায় না। এই কাজটাও বিদায়াত।

৫. তারপর থাকল মাওলানা সাবকে তুষ্ট করা। মাওলানা সাবকে তুষ্ট করতে যা যা করা হয় তাতো রীতিমতো হারাম। হিন্দু ধর্ম থেকে চুরি করা কাজ। হিন্দুরা যেমন কেউ মারা গেলে শ্রাদ্ধের পর ব্রাক্ষণকে যে দান দক্ষিণা

www.pathagar.com

দেয় আত্মার মুক্তির জন্য, ঠিক সেই কাজটাই করছি আমরা মুসলমান নামধারীরা। আর এই তথাকথিত মাওলানারা এই সব ধরে রেখেছে। এরা কি না বুঝে এসব কাজ করছে? না বুঝে সুঝে জাহান্নামের আগুনে পেট ভরছে জানি না। ইবাদাত মনে করে এতোগুলো বিদায়াত ও কবিরা গুনাহ করে আত্মতুষ্টি লাভ করে আমরা আমাদের দেশে সমাজে সগৌরবে মুসলমান হিসাবে টিকে আছি। অনেকে আবার বোঝে এগুলো ইবাদাত নয়। আল কোরআন কিংবা হাদিসে এসব নেই শুধু সমাজ এবং প্রচলনের জন্য করে। তারা বিবেকের কাছে একটু প্রশ্ন করুন তো এই সব বিদায়াতের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত রেখে আল্লাহপাকের দরবারে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়া যাবে তো? পাওয়া যাবে তো রাসূল (সা.) এর সাফায়াত? নাকি শেষ পর্যন্ত মিলবে 'ছুহকান-ছুহকান' দূর হয়ে যাও দূর হয়ে যাও।

- o -

www.pathagar.com

২. আমরা কেমন মুসলমান?

ফারজানা এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কেমন আছিস?' হাসি মুখে 'ভালো আছি' বলে ওকে ধরে সোফায় বসালাম। বললাম, 'তারপর তুই কেমন আছিস? বাচ্চারা কেমন আছে? প্রফেসর সাহেব কেমন আছেন?'

:'সব ভালো- সব ভালো' বলে কণ্ঠস্বর একটু নিচু করে আবার বলল, 'বাসায় অনেক লোকজন মনে হচ্ছে। মেহমান এসেছে বুঝি?' বললাম, 'হ্যাঁ আমার ভাসুর, জা, আর তাদের ছেলে মেয়ে--------- ।'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ফারজানা বলল, 'এই সব মেহমানের জন্য তোর বেপর্দা হয় না? তোর ভাসুরের ছেলে কতো বড়?'

বললাম, 'এই ১৫/১৬ বছর হবে। এবার এস.এস.সি দেবে।'

: 'তাহলে তো বেশ বড়। এত বড় ছেলে-তা আবার গ্রামের ছেলে। যখন তখন হুট হাট করে ঘরে ঢুকে পড়ে না?' বললাম, 'ছেলে তো ছোট মানুষ। আমার ভাসুর ও পর্দার ব্যাপার টা ঠিক মতো বোঝে না। সেও যখন তখন ঢুকে পড়ে। আমাকেই একটু সাবধান হতে হচ্ছে।'

: 'ও তাই বুঝি এতো ঢোলা ফুল হাতা ম্যাক্সি পড়ে আছিস?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আত্মীয় স্বজন তো আসবেই। তাদের আদর যত্নও করতে হবে। আমার ভাসুর তো আবার আমি তুলে না দিলে খেতেই চায় না।'

ফারজানা ঠোঁট উল্টিয়ে বেশ গর্বের সাথে বলল, 'ঐ সব আব্দার আমার কাছে নেই। আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে কারো সাথে আমার খাতির নেই। সেদিন কি হয়েছে শোন– বলে, যে কাহিনী আমাকে শোনালো, আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকলাম।'

ঘটনা এই রকম- ফারজানার ছোট ননদের স্বামী তার এক বন্ধুকে নিয়ে ফারজানাদের বাসায় বেড়াতে এসেছে। বছর খানেক হলো বিয়ে হয়েছে। ভদ্রলোক উপজেলা শহরের এক কলেজের প্রভাষক। অফিসিয়াল কাজে জেলা শহরে এসেছে। সেই সুবাদে ফারজানাদের বাসায়। কলিংবেলে নক করতেই ফারজানার মেয়ে দরজা খুলে দেয়। বন্ধুকে ড্রইং রুমে বসিয়ে রেখে ভদ্রলোক

www.pathagar.com

বড় এক ব্যাগ আপেল আর কমলা নিয়ে বাসার ভেতর ঢুকতেই ফারজানার সামনা সামনি হয়ে যায়। ননদাই সালাম দিয়ে হাসিমুখে ফলের ব্যাগটা ফারজানার দিকে এগিয়ে ধরতেই ফারজানা ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ফলের ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দেয়। তারপর গর্জন করে ওঠে, 'বেঈমানের বাচ্চা তোর ফল খাওয়ার জন্য আমি বসে আছি নাকি? তুই বাসার ভেতর ঢুকলি ক্যান? তুই আমাকে বেপর্দা করলি ক্যান? তোর মতো আত্মীয় আমার দরকার নেই। এই মুহূর্তে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যা।'

ননদাই একটা কথারও জবাব দেয় নি। মাথা নিচু করে বন্ধুর হাত ধরে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ফারজানার ভাষায়, 'ছোড়ার মুখে আর কথা নেই। মুখ চুন করে বন্ধুর হাত ধরে বেড়িয়ে গেছে।' হাসতে লাগলো ফারজানা বিজয়নীর মতো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আবার বলল, 'বদমাইশ কতো শোন, ওর বন্ধু বলছে কি হয়েছে, ছোড়া বলে কিনা আমার ভাবীর মাথায় একটু ছিট আছে। মাঝে মাঝে বাড়ে। এখন তার বাড়তি সময়। এই সময় সে কাউকে চেনে না।'

আমি এবার হেসে ফেললাম। বললাম, 'তার মানে বন্ধুর কাছে প্রমান করেছে তুই পাগল।'

: হ্যাঁ। কতো বড় বদমাইশ দেখলি তো?

বললাম, 'তা কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছে তোর ননদাই। তোর আচরণটা পাগলের মতোই হয়েছে। বন্ধুর কাছে এই কথা বলা ছাড়া তোর ননদাই এর তো আর উপায় ছিল না। তোর এই ননদাই আর জীবনে তোর বাসায় আসবে?'

: 'না আসুক। তাই বলে ঘরের মধ্যে আমি কি অবস্থায় না কি অবস্থায় আছি তা না জেনেই হুট করে আমার ঘরে ঢুকে পড়বে?'

ফারজানা যে পর্দা দেখালো ইসলাম তাকে এই ভাবে পর্দা করতে বলে নি। পর্দার নামে নিশ্চয়ই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। আমি পরে খবর নিয়ে জেনেছি ফারজানার ঐ আচরণে তার শ্বশুর শাশুড়ি অত্যন্ত মন খারাপ করেছে।

ফারজানা তার স্বামীর পক্ষের কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যায় না। তাদের বিয়ে শাদী বা অন্য কোনো অনুষ্ঠানেও যায় না। কারণ আত্মীয় স্বজনের

www.pathagar.com

বাড়ীতে গেলে তার নাকি পর্দা রক্ষা হয় না। এই দিকের কারো সাথেই ফারজানার সুসম্পর্ক নেই। তারা ফারজানাকে ঘৃণা করে–ফারজানাও তাদের ঘৃণা করে।

ফারজানার ননদাই আসেমের আচরণ থেকেও বোঝা গেছে ইসলামী বিধান সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। কারো বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়ার নিয়মও ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে। গৃহে ঢোকার আগে গৃহবাসীকে ছালাম দেওয়া ও গৃহবাসীর অনুমতি নেওয়া ইসলামের নির্দেশ। এই নির্দেশ আসেম মানে নি। আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন মুসলমানই এই রকম। এদের কাছে কৈফিয়ত চাওয়া হলে এরা অবলীলায় বলে দেবেন, 'কি জানি? আমরা অতসব জানি না।' এই না জানার মধ্যে তাদের কোনো অগৌরব নেই লজ্জাও নেই।

কিন্তু ফারজানা? ফারজানারা তো ইসলামের ধারক বাহক হয়ে আছে। ওরা যা করে ইসলামের নামেই করে। ওরা যদি দোষ করে সে দোষ ইসলামের হয়। ওরা যা কিছু ভালো করে সে প্রশংসাও ইসলামের হয়। এদের ব্যবহারে এদের আচরণে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে এমনই তো কথা ছিল।

কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে তার বিপরীত। পাড়া প্রতিবেশী দুরে থাকুক, আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনেরাই আমাদের পছন্দ করে না। দীর্ঘশ্বাসের সাথে বুক চিরে বের হয়ে আসে–"আমরা কেমন মুসলমান?"

- o -

www.pathagar.com

৩. আমরা কেমন মুসলমান

কাকরাইল জনকল্যাণ ভবনে কুরআন শিক্ষা সোসাইটি আয়োজিত একটি সেমিনারে গিয়েছিলাম। প্রতিমাসেই হাজির থাকার চেষ্টা করি। অসম্ভব ভালো লাগে এই সেমিনারটা আমার। আজকের বিষয় ছিল 'ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার।' উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং আলোচনা এতো চমৎকার আর জ্ঞানগর্ভ ছিল যে অভিভূত হয়ে শুধু শুনেছি- সেই কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলাম। সি.এন.জির ড্রাইভার ছেলেটির কথায় ধ্যান ভাঙ্গল যেন আমার। 'দেখেন খালাম্মা এরাও মুসলমান।' সামনে তাকাতেই দেখলাম অর্ধ উলংগ এক বৃদ্ধ। শরীরে যা একটু পোষাক আছে তা ময়লা নোংরা। চুল দাড়ীতে জটা ধরে গেছে। ধীরে ধীরে রাস্তার পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছে আর একদল নারী পুরুষ তার পিছনে পিছনে হাটছে। এই দৃশ্য আমি আগেও দেখেছি। মোহাম্মাদপুর আমার বাসার কাছেই নুরজাহান রোডে এর আস্তানা। শুনেছি এ লোকের নাকি আরো দুই তিনটা আস্তানা আছে। এ লোকের নাম হায়দার জুলফিকার আলী। তার অনেক ভক্ত। ভক্তরা সবাই তাকে হায়দার বাবা বলে ডাকে। হায়দার বাবা গোটা ঢাকা শহরে হেটে বেড়ায়। খুব ধীরে ধীরে হাটে। তার ভক্তরাও ধীরে ধীরে তার পেছনে পেছনে হাটে। সে যখন তার আস্তানায় বসে থাকে, ভক্তরা খাদ্য দ্রব্য এনে তার কাছে স্তুপ করে রাখে। আর তার সামনে চুপচাপ বসে থাকে। ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস হায়দার বাবা যার দিকে একবার করুনার দৃষ্টিতে তাকাবে তার ভাগ্য খুলে যাবে। সে সফল কাম হবে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, গরীব অনেকেই তার ভক্ত। সেদিন আমার ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম হায়দার বাবা সম্পর্কে কিছু তথ্য এনে দেওয়ার জন্য। আমার ছেলে এসে বল, "মা! আমি হায়দার বাবার আস্তানার পাশেই এক হোমিও চেম্বারে গিয়ে বসলাম। হায়দার বাবা তখন দলবল নিয়ে বেরিয়েছে। তার কাফেলায় আরো দুই তিন জন উঠতি হায়দার বাবাও আছে। চুল দাড়ী পোষাক পরিচ্ছদে হায়দার বাবার অনুসরণ করছে। যাহোক আমি হোমিও ডাক্তার সাহেবকে বললাম, 'এই হায়দার বাবা সম্পর্কে কিছু জানেন কি?' হোমিও ডাক্তার সাহেব বলেন, 'শুনেছি তার নাকি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা আছে।'

বললাম, 'আপনি বিশ্বাস করেন?'

: 'আমি ঠিক বিশ্বাস করিনা তবে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতেও চাইনা।'

www.pathagar.com

: 'কেন? বলতে ভয় পান?'

: 'আমি এখানে পনের বছর থেকে আছি। এই পনের বছরে হায়দার বাবাকে আমি একদিনও অসুস্থ্য হতে দেখেনি। আর তার কোনো পরিবর্তনও দেখিনা।'

: 'তার মানে আপনি তাকে মনে মনে সমীহ করেন।'

ডাক্তার সাহেব আমতা আমতা করে বললেন, 'আল্লাহ কার মধ্যে কি রেখেছেন ভাই...। এলাকার অনেকেরই এই ধারণা। অনেকে তাকে পীর, দরবেশ, আল্লাহর অলী মনে করে। অথচ এই লোকটির সাথে ইসলামের দুরতম সম্পর্কও নেই।

হায়দার বাবা আর তার কার্যক্রমকে একটু কোরআন হাদিস দিয়ে যাচাই করে দেখি।

এই হায়দার বাবা এক ওয়াক্ত নামাজও পড়ে না আর পবিত্রতার সামান্যতম জ্ঞানও তার নেই। সে নিজে যেমন গোমরাহ তার সম্পর্কে যারা উচ্চ ধারণা পোষণ করে তারা আরও বেশী গোমরাহ।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহপাক বান্দার সব ধরনের গুনাহই মাফ করেন কিন্তু শির্কের গুনাহ মাফ করেন না।'

আর সব চেয়ে বড় শির্ক হলো কারো সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে, সে আমার উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। তার করুনা দৃষ্টিতে সকল প্রকার সমস্যা সংকট বিপদ মুসিবত দুর হয়ে যেতে পারে।

নোংরা অপরিচ্ছন্ন থাকাকে রাসূল (সা.) 'শয়তানের মতো থাকা' বলেছেন। একবার এক সাহাবীকে উসকো, খুশকো চুল আর ময়লা অপরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখে তাকে গোসল করে, ভালো পোষাক পরে, চুল আচড়িয়ে আসতে বলেন। সাহাবী রাসূল (সা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে এলেন। রাসূল (সা.) তাকে দেখে খুশি হলেন। বলেন, 'দেখতো তোমাকে কতো সুন্দর লাগছে। এর আগে তো তোমাকে লাগছিল শয়তানের মতো।'

রাসূল (সা.) নিজে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন, উম্মতকে পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন, 'আল্লাহ নিজে সুন্দর তাই সুন্দরকে পছন্দ করেন।' বলেছেন, 'পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।' তাহলে আমরা কেমন মুসলমান? যে নোংরা অপরিচ্ছন্নতাকে রাসূল (সা.) ঘৃণা করতেন আমরা সেই অপরিচ্ছন্নতাকে মনে করি বুজুর্গি বা দরবেশী।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) এর যুগে, সাহাবীদের যুগে এমন কি তার পরবর্তী যুগেও নামাজ ত্যাগ করার কথা কোনো মুসলমান কল্পনাও করতে পারতনা। মোনাফিকরাও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে তাকে কিছুতেই মিল্লাতে রাসূলুল্লাহ বা মুসলিম সমাজের সদস্য বলে গন্য করা হতো না।

আমরা প্রকাশ্যে দেখছি এইসব হায়দার বাবারা এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেনা। ইসলামী নিয়ম নীতির কোনো ধারই ধারেনা। এদের তো মুসলমান থাকার কোনো অবকাশই নেই। আর এদের পেছনে যারা ঘুরে কল্যাণের আশায়, বিপদ মুক্তির আশায় তারা পুরোপুরি শির্কে লিপ্ত। আল্লাহ্ পাকের ভাষায় 'আখেরাতের কঠিন যন্ত্রনাদায়ক আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে এই সব শির্ককারীরা। যদি এখনও তওবা করে সমস্ত শির্কী কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে তো ভিন্ন কথা।'

আর যারা হায়দার বাবাদের পেছনে পেছনে ঘুরেনা কিন্তু মনে মনে এই সব নোংরা বাবাদের ভয় পায়। সমীহ করে, তারাই বা কেমন মুসলমান?

১. মুসলমানের অন্তরে কোনো কুসংস্কার থাকবে না।

২. কোনো তেলেসমাতি কারবারে বিশ্বাস করে না।

৩. কোরআন হাদিস বহির্ভুত সব ধরনের আমল তারা পরিত্যাগ করবে।

৪. তাদের সকল প্রকার চাওয়া হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার কাছে।

৫. পোষাক পরিচ্ছদ এবং দেহ হবে পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে তক তকে।

আলাহ পাক বলেন, 'হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়নকারী ওঠো তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোষাক পবিত্র রাখো এবং অপবিত্রতা থেকে দুরে থাকো।' (সুরা মুদ্দাসসির, আয়াতঃ ১-৪)

৬. মুসলমান অশিক্ষা কুশিক্ষা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দুরে থাকবে।

৭. জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোতে আলোকিত থাকবে মুসলমানের জিন্দেগী ও চিন্তা চেতনা।

ইসলামের নামে অনেক অনৈসলামিক বিষয় ও কর্মকান্ডের বিষবাষ্পে জর্জরিত হয়ে পড়েছে মুসলিম সমাজ। আমাদের চোখের সামনে যদি এসব চলতে থাকে আর আমরা জেনে শুনে তার কোনো প্রতিবাদ না করি-তাহলে আমরাই বা কেমন মুসলমান?

- o -

www.pathagar.com

৪. আমরা কেমন মুসলমান

আমার ছোট ভাই মিজানের সাথে ছোট বেলা থেকেই একটা অসম্ভব ভালো সম্পর্ক আমার ছিলো। বাইরের সব খবরাখবর আমি ওর কাছ থেকেই পেতাম। সারাদিন সময় না পেলেও অন্তত ঘুমের আগে ঘন্টা খানেক ওর সাথে কথা বলতে না পারলে দিনটা যেনো আমার অপূর্ণ রয়ে যেতো। যদিও যার যার সংসার আর কাজ নিয়ে এখন আমরা খুবই ব্যস্ত। এই ঢাকা শহরে থেকেও আমাদের তেমন একটা দেখা সাক্ষাত হয় না। মোবাইল টেলিফোনে যেটুকু খোঁজ খবর নেওয়া।

একদিন বেশ রাত করে ঘরে ফিরল মিজান। আব্বা খুব বকা ঝকা করলেন। কিছুক্ষন আগে আমাদের মহল্লার সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তিত্ব বোরহান মামা আব্বার কাছে ওর সম্পর্কে কি সব যেনো নালিশ করে গেলেন। ঠিক মতো শুনতে পাইনি, ভাবছিলাম মিজান আসুক ওর কাছেই শুনব। কারণ বোরহান মামা নালিশ করে যাওয়ার পর থেকে আব্বা এতো গম্ভীর হয়ে আছেন যে তাকে আর জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছিলাম না।

মিজান বাসায় আসতেই আব্বা ওকে বকাঝকা করতে লাগলেন। আব্বার কথা বার্তায় যা বুঝলাম তা হলো মিজান বোরহান মামার সাথে বেয়াদপি করেছে। শুনে আমি অবাক। সেকি কথা? মিজান বোরহান মামার সাথে বেয়াদপি করবে কেনো? আগেই বলেছি বোরহান মামা আমাদের মহল্লার সবচেয়ে ধার্মিক ব্যক্তি। শুধু ধার্মিক বললে ভুল হবে। সবচেয়ে ভাল, সৎ আর আল্লাওয়ালা মানুষ। আর মিজানেরও ভালো ছেলে হিসাবে এলাকায় বেশ সুনাম। সেই মিজান ক্যানো মামার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে বুঝে আসছে না।

পরে মিজানের কাছে সব শুনলাম।

সামনে নির্বাচন। এবার চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে যে তিনজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেই তিনজনই সন্ত্রাসী, বে-নামাজী, মিথ্যাবাদী আর আত্মসাতকারী। মিজানের বয়সী দশ-বারোজন সচেতন যুবক এই বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবারের নির্বাচনে বোরহান মামাকে দাঁড় করিয়ে সবাই জান প্রাণ দিয়ে খেটে বোরহান মামাকে চেয়ারম্যান বানাবে, ইনশাল্লাহ।

কিন্তু এই কথা বোরহান মামাকে বলতেই তিনি স্বস্বব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না বাবা আমি এই সব ফেতনা ফ্যাসাদের মধ্যে নেই।' মিজানরা তাকে বুঝানোর

www.pathagar.com

অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। তার ঐ এক কথা, 'এই দুই দিনের দুনিয়া-আর কতোটুকু সময়ই বা আছি? আল্লাহর নাম জপতে জপতে সময়টুকু পার করতে পারলেই হলো। আমি ঐ সব ফেতনায় জড়াতে চাইনা বাবা। তোমরা ওসব প্রস্তাব আমাকে দিওনা।'

মিজান শেষ চেষ্টা করে বলল, 'মামা- ঐ জঘন্য চরিত্রের মানুষগুলো ক্ষমতায় যাবে। গরীবের রিলিফ চুরি করে খাবে। আর আপনার মতো ভালো মানুষ ক্ষমতায় গেলে গরীবের কতো উপকার হতো, সবাই ন্যায় বিচার পেতো।'

বোরহান মামা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতে লাগলেন, 'না বাবা আমার পীর কেবলা বলেছেন 'বাইন মাছ যেমন কাঁদার মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে একফোঁটা কাদাও লাগে না-তেমনি ভাবে এই পাপ পংকিল দুনিয়ায় থাকতে হবে। ঐ সব ফেতনায় জড়ানো যাবে না। মিজান আবার বলল, মামা আপনি এই হাদিসটি তো জানেন, 'তোমার সামনে কোনো অন্যায় কাজ সংঘটিত হলে তা হাত দিয়ে ঠেকাও (মানে ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যায় কাজটি বন্ধ করো)। তা না পারলে মুখে প্রতিবাদ করো। আর তাও না পারলে----।' মিজানকে হাদিস শেষ করতে না দিয়ে মামা বললেন, 'মনে মনে ঘৃণা করো।'

তো আমি ঐ সব কাজকে মনে মনে ঘৃণা করি। মিজান বলল, 'মামা এতো ঈমানের সর্বনিম্ন পর্যায়। এরপর তো ঈমান নেই। আর ঘৃণা করা মানে তো এই না মামা যে আমাদের সামনে খারাপ লোকেরা খারাপ কাজ করবে আর আমরা ঘৃণা করে চুপ চাপ তা দেখব। অথচ ইচ্ছা করলে আমরা ঐ খারাপ লোকদের কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারি। ভালো মানুষ ক্ষমতায় থাকলে সমাজে ভালো কাজের প্রসার হবে। গরীব দুঃখীর উপকার হবে। ইসলামের নিয়ম নীতি মেনে চলতে সুবিধা হবে। মামা বুঝতে পারছেন না ক্যান? ক্ষমতায় যাওয়া খুব---।' মিজানকে আবারও কথা শেষ করতে না দিয়ে বোরহান মামা বললেন, 'শোনো মিজান ঐ সব ক্ষমতার লোভ আমাকে দেখাইও না। বলখের বাদশা ইব্রাহীম আদহাম (রা.) অতবড় বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য জঙ্গলে চলে গেলেন----।' মিজানও মামাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলো, 'মামা রাসূল (সা.) বলেছেন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে- যে দিন সূর্যটা অতি নিকটে এসে যাবে আর আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতিত কোনো ছায়া থাকবে না। সেই সাত শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হলো ন্যায় পরায়ন শাসক বা বাদশাহ। ইব্রাহীম আদহাম ন্যায় পরায়নতার ভিত্তিতে, ইসলামী আইন অনুযায়ী দেশ চালালেই তো আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে জায়গা পেয়ে যেতেন। তিনি এই হাদিস জানতেন না-নাকি মনে করেছে আল্লাহ বন জঙ্গলে বাস করে।'

www.pathagar.com

মামা এইবার রেগে গেলেন ভীষণ ভাবে। 'খবরদার! আর একটা কথাও বলবে না। তোমার সম্পর্কে আমার একটা ভালো ধারণা ছিল। তুমি যে পীর আউলিয়াদের সম্পর্কে এমন বাজে মন্তব্য করতে পারো তা আমার জানা ছিল না- ।'

মিজান ও বলে ফেললেন, 'আমাদেরও আপনার সম্পর্কে এতো দিন ভুল ধারণা ছিল। মনে করেছিলাম সত্যি আপনি ধার্মিক। কোরআন হাদিসের--- ।'

মামা জোরে বললেন, 'আমি তোমার আর কোনো কথা শুনতে চাইনা তুমি আমাকে ঐ সব দুনিয়াদারী আর ফেতনা ফাসাদের দাওয়াত দিওনা। ভোটে দাঁড়ানো তো দূরের কথা আমি ভোট দিতেও যাবো না।'

মিজান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সারা রাত আল্লাহু জিকির আর দিনভর রোজা রাখার নাম ইসলাম না মামা। ইসলাম একটি মতাদর্শ। ইসলাম অনুযায়ী ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা, ব্যবসা বানিজ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা আল্লাহ এবং তার রাসূল (সা.) এর নির্দেশ, আল্লাহ ও রাসূল (সা.) এর শিক্ষা। আর আপনার পীরের শিক্ষা বাইন মাছের মতো জীবন যাপন। আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কে বাদ দিয়ে পীর কেবলাকেই মানবেন। আপনি তো এখন আপনার পীর কেবলার উম্মত না শুধু, বান্দাও হয়ে গেছেন। রাসূল (সা.) এর শিক্ষার চেয়ে পীরের শিক্ষাই আপনার কাছে বড়। ঠিক আছে আমরাও দেখে নেব আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে-ঘরে বসে জিকির আর দোয়া দরুদ পড়ে, ফাঁকি বাজি করে, কি করে আপনি জান্নাতে যান কিংবা রাসূল (সা.) এর সাফায়াত পান। চল----- ।'

বলে বন্ধুদের নিয়ে চলে এসেছে মিজান।

: 'এই সব লোককে ধার্মিক বলে না- এদেরই নাম ধর্মান্ধ। এরা বুঝে সুঝে কোরআন পড়েনা- হাদিসও পড়েনা। এরা শুধু পীর কেবলার সবক আদায় করে। পীর কেবলাকেই সাফায়াতকারী মনে করে।' প্রচন্ড ক্ষোভের সাথে কথা গুলো বলল- মিজান।

তারপর বড় একটা নি:শ্বাসের সাথে বলল, 'এরা কেমন মুসলমান আপা আর এদের পীর কেবলাই বা কেমন মুসলমান?'

মিজানের প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই। পরে আব্বাকে সব বলেছিলাম। আব্বা সব শুনে আমার মতোই লা জবাব হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ।

তারপর ঠোঁটে একটু ব্যাথার হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, "মিজান কই? খামাখাই ওকে বকলাম!"

- o -

www.pathagar.com

৫. আমরা কেমন মুসলমান

পীর সাহেবানদের একটি মশহুর বাক্য 'পীর না ধরলে পার হওয়া যাবে না।' কিংবা 'যার পীর নাই তার পীর শয়তান'। এই বাক্য দুটি পীর কেবলারা এতো বেশী বলেন যে তাদের অজ্ঞ অশিক্ষিত মুরিদেরা এই বাক্য দুটিকে হাদিস মনে করে।

পীর না ধরলে পার হওয়া যাবে না এই বাক্যটি হয়ত এক সময় এই দেশবাসীর জন্য সত্য ছিল। যখন ইয়েমেন থেকে, বাগদাদ থেকে ইসলাম প্রচারের জন্য দলে দলে মোবাল্লিগ ভারত উপমহাদেশে এসেছেন। তখন সারা ভারত উপমহাদেশ ছিল শির্কে নিমজ্জিত। মূর্তি পূজা থেকে শুরু করে বড় কোন পাথর, গাছ, পাহাড়, সাপ, গরু অন্য কোন শক্তিশালী পশু, চাঁদ, সূর্য এমনকি বিভিন্ন শক্তিধর মানুষকেও তারা পুজা করত, সেজদা করত। এ ছাড়াও তারা কাল্পনিক দেব দেবীর এবং ভূত প্রেতের পুজাও করত।

এ সময় ইরানী সেই মোবাল্লিগরা যাদেরকে পীর বলা হতো তারা এ দেশে আসেন। তারা এই সব মূর্তি পুজারীদের জনে জনে বুঝিয়েছেন। এক আল্লাহর উপাসনা ও দাসত্ব করতে বলেছেন। আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করতে, সেজদা করতে নিষেধ করেছেন।

পীর শব্দের অর্থ ওস্তাদ বা শিক্ষক। আর মুরিদ শব্দের অর্থ ছাত্র বা শিস্য। এই শিষ্যরা মানুষকে বুঝাতে যেয়ে বলতো আমাদের পীরের কাছে আসো। পীর না ধরলে তোমরা পার হতে পারবা না। তখনকার প্রেক্ষাপটে কথাতো সত্যি ছিল। কারণ পীর সাহেব তো তাদের ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। শির্ক করতে নিষেধ করেছেন। তৌহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। অজু, গোসল, নামাজ, রোজা সবই তো এই পীর সাহেবরাই শিখিয়েছেন। অতএব এখনকার প্রেক্ষাপটে কথাটা মোটেও ঠিক না। ভালো জিনিসের যেমন নকল বা ভেজাল হয় তেমনি নকল আর বেজাল পীরে ছেয়ে গেছে দেশ আমাদের। তারা

www.pathagar.com

মুরীদানদের এমন সব শিক্ষা দেয়, সবক আদায়ের নামে এমন সব আমল করতে বলে যা রাসূল (সা.) করতে বলেন নি। কোনো সহীহ হাদিসেই ঐ সব নির্দিষ্ট আমল খুঁজে পাওয়া যায়না। পীরের আদপ বা আনুগত্যের নামে রীতিমত শির্কের নির্দেশ দেয়। যেমন, 'আপাত দৃষ্টিতে পীরের নির্দেশকে শরীয়ত বিরোধী মনে হলেও তা পালন করবে।' তারা মুরীদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য চায় এবং এর স্বপক্ষে অনেক ভিত্তিহীন কিচ্ছা কাহিনীও তৈরী করে নিয়েছে।

আনুগত্যের একটি গল্প শুনুন- এক বিখ্যাত আলেম যিনি জামে মসজিদের ইমাম, মুরীদ হয়েছেন এক বুজুর্গ পীর কেবলার। পীর কেবলা এক শুক্রবার বললেন, 'আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তুমি কামেলিয়াত অর্জন করতে পারবে।' মুরীদ জানতে চাইলো, 'কি সেই পরীক্ষা?' পীর কেবলা বললেন, 'আজ জুময়ার নামাজ পড়াতে যাবে দুই বগলে দুটি মদের বোতল নিয়ে। আকামত দেওয়ার সময় বোতল দুটি পড়ে যেনো ভেঙ্গে যায় এবং জায়নামাজ যেনো মদে রঙিন হয়ে যায়।' ইমাম সাহেব পীর সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী তাই করলেন। উপস্থিত মুসল্লিরা প্রথমে অবাক হলেন তারপর ইমাম সাহেবকে ধরে মারপিট করে জামা কাপড় ছিড়ে রাস্তায় বের করে দিল। ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত আহত পাগল সদৃশ্য ইমাম সাহেব যখন পীর সাহেবের খানকায় রক্তাক্ত ধুলি ধুসরিত দেহ নিয়ে হাজির হলেন। তখন পীর কেবলা খুশী হয়ে বললেন, 'এখন তুমি অহংকার মুক্ত কামেল ইনসানে পরিনত হয়েছ।'

অহংকার মুক্ত করার এই প্রক্রিয়া রাসূল (সা.) এবং তার সাহাবীরা কি কখনো অবলম্বন করেছেন?

একমাত্র রাসূল (সা.) ছাড়া আর কারোই নি:শর্ত আনুগত্য করা যাবে না। শর্ত হল আদেশ হতে হবে আল-কুরআন ও রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ ভিত্তিক। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) বাইয়াত অনুষ্ঠানের প্রথম ভাষণে বলেন, 'হে লোক সকল, যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ অনুসরণ করে চলি ততক্ষণ তোমরাও আমার অনুসরণ করবে। আর আমার কোনো কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর নাফরমানি দেখতে পেলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য নয়।'

www.pathagar.com

তাহলে পীর সাহেবদের শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ কি করে মানা যেতে পারে? আনুগত্যের নামে, আদপের নামে আরো এমন সব কাজ মুরীদেরা করে যা শুধু বিদ'আত ই নয়, শির্কের পর্যায়ে চলে যায়। যেমন- কোনো কাজ শুরু করার সময় অনেক পীরের মুরীদেরা বিসমিল্লাহ না বলে-খাজাবাবা বলে।

আমি শ্বশুরবাড়ী গেলে সব আত্মীয় স্বজনেরা একত্রিত হয়। আমার চার ননদ, তাদের ছেলেমেয়েরা, বিবাহিতা ভাসুর ঝিরা। বাড়িটা যেনো মিলনমেলা হয়ে যায়। তখন ঘরের মেঝেতে বিছানা করে সব মহিলারা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এক জায়গায় ঘুমাই। ঘুমের পুর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত গল্প সল্প চলতে থাকে। তো একবার আমার শাশুরীর বড় ঘরের মেঝেতে আমরা সবাই শোয়ার জন্য বিছানা ঠিক করেছি। উত্তর দিকে মাথা আর দক্ষিন দিকে পা দিয়ে। আমার ছোট ননদ রোকেয়া কিছুতেই ওভাবে শোবে না। কারণ জানতে চাইলে বলল, 'দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবে না। এখান থেকে সোজা দক্ষিনে বাবার বাড়ি।'

আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম 'কার বাড়ি?' সে বলল, 'আটরশির পীর বাবার বাড়ি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'পীর বাবার বাড়ি দক্ষিণে,তাই দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবেনা?'

: 'না পীরের একটা আদপ আছেনা? আপনারা তো আবার পীর মানেন না।' ক্ষুদ্ধ কণ্ঠ রোকেয়ার।

বললাম, 'আমাদের দেশে মানুষ মারা গেলে তো উত্তরে মাথা আর দক্ষিণে পা দিয়েই কবর দেয়। তাহলে তোমার উপায় কি? পুর্ব পশ্চিমে তো দেয়া যাবে না। তোমাকে তো তাহলে খাড়া ভাবে কবর দেওয়া লাগবে।' কিছুতেই কিছু হলো না। রোকেয়া দক্ষিণ দিকে পা দিয়ে ঘুমালোই না। আমাদের মাথার কাছে পূর্ব দিকে পা দিয়ে কষ্ট করেই শুয়ে থাকল। কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে গেলো। এশার নামাজের কথা মনেই থাকল না। এমনি অনেক মুরীদ দেখেছি। যারা ঠিকমত নামাজ পড়েনা পর্দাও করে না।

আর একদল আছেন যারা নামাজ রোজা পর্দা পুশিদা করে কিন্তু এমন এমন কাজ করে এবং বলে যা রীতিমতো শির্কের পর্যায়ে চলে যায়। যেমন- সবক আদায়ের মাধ্যমে চল্লিশ দিনের মধ্যে আল্লাহর সাথে দেখা করায়ে দিতে পারে এসব পীর সাহেবেরা। আর তাদের মুরীদেরা সে কথা বিশ্বাসও করে।

www.pathagar.com

আর একদল পীর আছেন যারা আরো সাংঘাতিক। নওগাঁ জিলায় এক পীর আছেন । তার বাড়িতে বড় একটা কবরের মতো ঢিপি লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা, এটা নাকি কোন পীরের মাজার। মুরিদানরা সবাই ঐ ঢিপিকে সেজদা করে। বর্তমান পীরকেও সেজদা করে। নামাজ না পড়ার চমৎকার যুক্তি আছে এই এ্যাডভোকেট পীর সাহেবের।

তার ভাষায়, 'নামাজ কেন পড়া লাগবে? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তো? আল্লাহকে যদি আমি পেয়ে যাই-তাহলে আমার নামাজের দরকার কি? মনে করেন আপনি নওগাঁর এই বাসা থেকে ঢাকায় আপনার কোনো আত্মীয়ের বাসায় যাবেন। তো এখান থেকে প্রথমে আপনাকে রিকশায় চড়তে হবে, তারপর দূরপাল্লার বাসে, বাস থেকে নেমে আবার কোন রিকশায় বা সি.এন.জিতে-এরপর পৌঁছে গেলেন আপনার নির্দিষ্ট স্থান বা মনজিলে মকসুদে। পৌঁছে যাওয়ার পর তো আর যানবাহনে চড়ার দরকার নেই। তেমনি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি এবাদাতের প্রয়োজন আছে। এই সব এবাদাতের মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হয়। কিন্তু কেউ যদি প্লেনে চড়ে সামান্য সময়ের মধ্যে ঢাকা পৌঁছে যায় তার কি অন্য কোনো যানবাহনে চড়ার দরকার আছে? পীরের ব্যাপারটাও তেমনি। প্লেনে ঢাকা পৌঁছতে যে সময় লাগে তার চেয়েও অল্প সময়ে পীর সাহেব তার মুরীদকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে পারেন। আল্লাহর স্বান্নিধ্যে পৌঁছে গেলে তার তো আর নামাজ, রোজার দরকার নেই।' অকাট্য যুক্তি! অতত্রব তার (পীর সাহেবের) পীর তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিয়েছে তাই তাকে নামাজ পড়তে হয়না, সেও তার মুরীদদের আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে তাই তার মুরীদদেরও নামাজ-রোজা এমনকি শরিয়তী কোনো ইবাদাতই করতে হয় না। কোনো প্রকার ইবাদাত না করেও তাদের বিশ্বাস তারা জান্নাতে যাবে। যেহেতু তারা পীর ধরেছে। পীর-ই তাদের মুর্শীদ বা পথ প্রদর্শক। পীর-ই তাদের পার করে নিয়ে যাবে।

এই আহাম্মকদের কি করে বুঝাব কেউ কাউকে পার করে নিতে পারবে না। রাসূল (সা.) তার মেয়েকে বলেছেন, 'হে ফাতিমা, তোমার যা কিছু

www.pathagar.com

প্রয়োজন আমার জীবদ্দশায় নিয়ে নাও। আখিরাতে আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারবো না।'

ফুফু সুফিয়া (রা.) কে বলেছেন, 'হে আমার ফুফু আপনার যা কিছু প্রয়োজন এখন আপনার ভাতিজার কাছ থেকে আপনি নিয়ে যান। আখিরাতে আপনাকে আমি কিছুই দিতে পারবো না।'

আর একদিন প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে বললেন, 'হে আয়েশা, আখেরাতে এমন তিনটি মারাত্মক স্থান আছে-সেখানে কেউ কাউকে মনে রাখবে না। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, 'হে রাসূলুল্লাহ আপনারও মনে থাকবে না?' রাসূল (সা.) বললেন, 'না আমারও মনে থাকবে না।'

এই যেখানে পরিস্থিতি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সা.) তার স্ত্রী কন্যাকে কিছুমাত্র উপকার করতে পারবেন না। আর এই সমস্ত তথা কথিত পীরদের কি আস্ফালন আর মুরীদদের কি আহাম্মকি!

প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এইসব কথা বলে বেড়ায়, কেউ তাদের বাঁধা দেয় না। বছরে দুইবার শান-শওকতের সাথে ওরশ শরীফের নামে কবর পুজা, পীর পুজা করে। হাজার হাজার মুসলমান নির্বিকার তাকিয়ে দেখে। (সরকার তো এ ব্যাপারে আরও নির্বিকার)।

যারা এই সব শির্ক, বিদ'আতে লিপ্ত তারা নিজেদের মুসলমান বলেই পরিচয় দেয়। আর যারা নির্বিকার এসব খারাবী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তারাতো আপাদমস্তক মুসলমান। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আনীত ইসলামের সাথে অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদিসের সাথে মিলিয়ে দেখুন তো আমরা কেমন মুসলমান?

- o -

www.pathagar.com

৬. আমরা কেমন মুসলমান

'সমাজে যারা উচ্চবিত্ত নামে পরিচিত, আমরা কিন্তু তাদের কাছে দাওয়াতী কাজ করছি না।' কথাটা বলতেই লাফিয়ে উঠল হাবিবা। একদম সত্যি কথা বলেছিস। চল আজই যাব। কোথায় যাওয়া যায় বলতো?

ভেবে চিন্তে বললাম, 'চল এস.পি সাহেবের বাসায় যাই।' হাবিবা ঠোঁট উল্টে বলল, 'ঐ সব ঘুষ খোরদের বাসায় যেয়ে লাভ আছে?'

: সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেব লাভ লোকসানের কি আছে, আমি বললাম।

: না, বলছিলাম কি, 'যে বেপর্দায় চলে এস.পি সাহেবের মিসেস তাকে দাওয়াত দিলে কাজ হবে?'

: 'হেদায়েতের মালিক আল্লাহ পাক, আমাদের দায়িত্ব দাওয়াত দেওয়া' বলে হাবিবাকে নিয়ে হাজির হলাম এস.পি সাহেবের বাসায়। এস.পি সাহেবের বাসা আমাদের বাসা থেকে খুব একটা দুরে না।

কলিং বেলে চাপ দিতেই দরজা খুলে দিল কাজের বুয়া। জিজ্ঞেস করলাম, : 'বিবিসাব বাসায় আছে?'

: জে আছে। বসেন আমি খবর দিতাছি। একটু পরেই মিসেস এস.পি এলেন। আমিই আগে সালাম দিলাম। সালামের উত্তর দিয়ে মিসেস এস.পি হাসি মুখে বলেন, 'আপনাদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না----।'

বসলেন আমাদের সামনে। বললাম, রবিউল আউয়াল উপলক্ষে একটা সেমিনারের আয়োজন করেছি আমরা। আপনাকে দাওয়াত দিতে এলাম। বলে দাওয়াতী কার্ডটা বের করে এগিয়ে ধরলাম। খুব আগ্রহের সাথে কার্ডটা হাতে নিলেন ভদ্র মহিলা। কার্ডটা পড়তে পড়তে বলেন, 'আগামী শুক্রবার। কিন্তু ঐদিন যে আমাদের দেশের বাড়ী যাওয়ার প্রোগ্রাম করা হয়েছে। ইশ্! গতকাল যদি দাওয়াত পেতাম তাহলে দুইদিন পরেই বাড়ী যেতাম। সাহেব আবার শনি রবি সোম তিনদিন ছুটি নিয়ে ফেলেছে।'

www.pathagar.com

বললাম, 'আহা! গতকাল যদি আসতাম?'

: 'না না আপনাদের দোষ কি? আপনারা তো আর জানেন না। সাহেবকে বলে দেখি ছুটিটা চেঞ্জ করতে পারে কিনা।'

না পারলে আর কি করা?

এর পর কোন প্রোগাম হলে আপনাকে আগে আগে জানাবো। আজকে উঠি। বলে উঠে দাড়ালাম।

ভদ্র মহিলা স্বস্বব্যস্ত হয়ে উঠলেন। না না আর একটু বসেন । বলে দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন পিছনে কাজের বুয়ার হাতে ট্রে ভর্তি নাস্তা।

বললাম, 'ঝামেলা করার কি দরকার ছিল?'

: কি যে বলেন আপা, 'আপনারা কত চমৎকার দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর আমি সামান্য একটু আপ্যায়নের ব্যবস্থাও করবো না?'

আমি এই ফাঁকে বললাম, 'আপা আপনার নামটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমার নাম রাবেয়া বসরী। এই নামই সর্বস্ব, হতে পারিনি কিছুই।' কথা বলতে বলতে আমাদের হাতে নাস্তার প্লেট তুলে দিলেন। হাবিবা এতক্ষন চুপচাপ শুনছিল আমাদের কথা। বলল, 'না আমি খাব না, রোজা আছি।'

অবাক হয়ে তাকালাম হাবিবার দিকে। বাসা থেকে আসার সময় দু'জনে এক সাথে-ই তো চা খেলাম।

তখন কি রোজার কথা ভুলে গিয়েছিলো? কিছু বললাম না।

রাবেয়া বসরী খুব আফসোস করতে লাগলো, 'বার বার বলতে লাগলো আর কিছু সময় থাকেন, ৪০/৪৫ মিনিট পরই মাগরিবের আজান হবে, আমার এখানেই ইফতার করে যান।' বললাম, 'না আপা তা হয় না মাগরিবের আগেই বাসায় পৌঁছাতে হবে।' হাবিবা আর আমি উঠে দাড়ালাম।

www.pathagar.com

রাবিয়া বসরী বলেন, 'আপা আমি এই সেমিনারে যাওয়ার চেষ্টা করব, যদি যেতে না পারি আগামীতে যাব ইনশাল্লাহ। আর যে কোন প্রোগ্রামে আপনারা আমাকে একটু আগে দাওয়াত দেবেন।'

: 'ঠিক আছে আপা, তাই দেব।' বলে মুহাম্মদ কুতুবের 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম' বইটা রাবিয়া বসরীকে পড়তে দিলাম। রাবিয়া বসরী আমাদের বাহিরের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসায় পৌঁছেই হাবিবা বলল, 'আগে এক গ্লাস পানি দাও তো গলা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে আছে।'

: 'সে কি তুমি নাকি রোজা আছো?'

ও ঢক ঢক করে পানি পান করে বলল, 'কি করব বলো, ওসব বাসায় খেতে আমার ঘেন্না লাগে তাই বললাম রোজা আছি।'

: 'ও সব বাসা মানে?'

: 'পুলিশ অফিসারের বাসা, ঘুষখোর। ওদের খাদ্য দ্রব্য কি হালাল? তুমি তো দিব্বি খেয়ে নিলে।'

বিজয়ীনির মতো তাকিয়ে থাকল হাবিবা আমার দিকে।

মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। তা আবার রোজা না রেখে। নিজেকে রোজাদার বলে দাবী করা। এ অনুভূতি হাবিবার মধ্যে জাগলো না যে সে কতো বড় গর্হীত অপরাধ করেছে। সে হিন্দুদের মতো অন্নপাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে গর্ববোধ করছে। অথচ মিথ্যা বলার অনুশোচনা তার মধ্যে কাজ করছে না।

রাবিয়ার স্বামী ঘুষ খায় কি না খায় তা আমরা জানি না। যদি খেয়েও থাকে মেহমান হিসাবে তার বাড়িতে খাওয়া আমার জন্য হারাম নয়।

শুকরের মাংস হারাম, মদ হারাম, এই হারামের অর্থ জিনিষটাই হারাম। সুদ ঘুষ হারাম মানে রোজগারের ঐ পদ্ধতিটা হারাম। ঐ পদ্ধতিতে যে ইনকাম করবে সে গোনাহগার হবে কিন্তু তার উপার্জিত টাকায় যে সব খাদ্যদ্রব্য বা অন্য যা কিছু কেনা হবে তা পরিবারের অন্য কোনো লোক বা মেহমানের জন্য হারাম নয়। এ পাপের দায় দায়িত্ব সেই লোকের। যে এই নিষিদ্ধ পদ্ধতিতে আয় রোজগার করে।

www.pathagar.com

হাবিবাকে বিষয়টা বোঝাতে চাইলাম কিন্তু ও তা বুঝল না। বলল, 'যাই বলো আমি ও সব খেতে পারবো না।'

বললাম, 'হাবিবা সুরা হুজরাতের ঐ আয়াতটা পড়েছ?' 'তোমরা বেশী ধারণা (সন্দেহ) করা থেকে বিরত থাক।'

তুমি সঠিক জান না রাবিয়ার স্বামী ঘুষ খান কি খান না, তাকে সন্দেহ করা উচিত না। মানুষ সম্পর্কে ভাল ধারণা করা উচিত। তাছাড়া রাবিয়া কি চমৎকার একজন মানুষ, কি সুন্দর নিরহংকার মহিলা।

: 'আরে বাদ দাও পুলিশে চাকরী করে আবার ঘুষ খায় না বললেই হলো।'

ঠোট উল্টিয়ে বল হাবিবা।

হাবিবা চলে গেলো ওর বাসায়।

ভাবতে লাগলাম হাবিবা কয়টা কবিরা গুনাহ করল---

১. এস.পি সাহেব সম্পর্কে অযথা খারাপ ধারণা করেছে।

২. রোজা না রেখে মিথ্যা নিজেকে রোজাদার দাবী করেছে।

৩. সে গীবতের চেয়েও বড় গুনাহ বোহতান করেছে।

সব চেয়ে বড় কথা তার আচরণে অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে। হাবিবার মতো এমনি আত্মতুষ্ট তথাকথিত আল্লাওয়ালা মুসলমান আমাদের সমাজে অনেক আছে। আল কুরআনের নির্দেশ জানার পরও যদি আমরা এই সব দোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে না পারি তাহলে বলুন তো--- আমরা কেমন মুসলমান?

- o -

www.pathagar.com

৭. আমরা কেমন মুসলমান?

মাদারী পুর জিলার শিবচর উপজিলার ক্যাম্পাসে থাকি। আমার নিকটতম প্রতিবেশী ইঞ্জিনিয়ার আফজাল হোসেনের স্ত্রী রোজী আপা। বেশ বুদ্ধিমতি মহিলা। ক্যাম্পাসের অন্যান্য মহিলারা রোজী আপাকে একটু সমীহ করেই চলেন। শাড়ী, গহনা, ফার্নিচার, ঘর সাজানো উপকরণ এবং চলা চলতি সব কিছুতেই রোজী আপার আভিজাত্য প্রকাশ পায়। তদুপরি শিক্ষিতা সুন্দরী এবং আধুনিকা। এ দিক দিয়ে আমি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। যা হোক আমার সাথে তার চমৎকার হৃদ্যতার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রায় প্রতি দিনই বিকেল বেলায় আমরা একত্রিত হতাম। কোনো দিন রোজি আপা আমার বাসায় আসতেন কোন দিন আমি তার বাসায়। অন্যান্য প্রতিবেশীনিরাও মাঝে মাঝে আসতেন আমার বাসায়। তবে অধিকাংশ বিকেলেই তারা সবাই বাসার সামনে খোলা জায়গায় বসে আড্ডা দিতেন। উল্লেখ্য আমি তখন চরমোনাই পীর সাহেবের দ্বিতীয় সবকের মুরীদ। জোশের সাথে খাস পর্দা করি, সকাল সন্ধ্যা সবক আদায় (জিকির করা) করা। তাই প্রতিবেশীনিদের সাথে খোলা মাঠের মাঝখানে যেয়ে বসে আড্ডা দিতে পারি না।

একদিন জানালা দিয়ে সবাইকে ডাকলাম। রোজী আপাসহ ছয়জনই এলেন। আবেগের সাথে বললাম আসুন না আমরা সাত জন বসে একটু হালকা জিকির করি। খামাখা খোশ গল্প করে সময় টুকু পার করে দিয়ে কি লাভ? জিকিরের সময় টুকুর অছিলায় আল্লাহ পাক আমাদের অনেক গুনাহ খাতা মাফ করে দিতে পারেন। আপারা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে রাজি হয়ে গেলেন। আমি দরুদ পড়ে তওবা পড়ে চোখ দুটি বন্ধ করে.....জিকির শুরু করলাম। সুবহানাল্লাহ্ একশ বার, আল্হামদুলিল্লাহ্ একশ বার, আর লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঁচশত বার জিকির শেষে আবার দরুদ পড়লাম তওবা পড়লাম সবাইকে আল্লাহর শানে হাত তুলতে বলে কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করলাম। মুনাজাত শেষে চোখ খুলে দেখি শুধু রোজী আপা একা বসে আছেন। আর সবাই চলে গেছে।

রোজী আপাকে বসে থাকতে দেখে আমার খুবই হাসি পেলো। আব্বার বলা একটা গল্পের কথা মনে পড়ল। রোজী আপা হাসি মুখে বলল, "হাসছেন কেন"?

www.pathagar.com

বললাম, একটা গল্প শোনেন। একজন বিশিষ্ট বক্তা বক্তৃতা দেবেন। মাঠে অনেক লোক জমা হয়েছে। বক্তা চোখ খুলতেই দেখেন সামনে এক ব্যক্তি বসে আছে আর সব শ্রোতা চলে গেছে। লোকজন সব চলে গেছে দেখে প্রথমে বক্তার মনটা খারাপ হলো। তবুও একজন শ্রোতা নিবিষ্ট মনে বসে আছে দেখে মনে মনে একটু খুশি হয়ে বক্তা বলেন কি ভাই আপনি বোধ হয় আমার বক্তৃতা বুঝতে পারছেন। বুঝতে না পারলে কি আর শুনতে ভালো লাগে? শ্রোতা কাচু মাচু করে বলল, "না মানে আমার মাইক থুয়ে যাই কেমন করে?" গল্প শুনে হেসে উঠলেন রোজী আপা। ঐ লোক না হয় মাইকের জন্য বসে ছিল। আমি তো আপনার মাইক আটকে রাখি নি, আপনি বসে আছেন কেন? রোজী আপা বললেন, 'আমি বসে আছি এই জন্য যে চোখ খুলে যখন দেখবেন কেউ নেই তখন আপনার অবস্থা কেমন হয় তাই দেখার জন্য।'

এইবার আমার হাসার পালা। রোজী আপাও হাসলেন। রোজী আপা তার পরও অনেকক্ষণ সময় কাটালেন আমার সাথে। কথা প্রসঙ্গে এক পর্যায়ে বললেন, 'আপনার ভাই মানে আমার হাসব্যান্ডও খুব ধার্মিক- আল্লাহ ভীরু মানুষ কিন্তু গোড়া না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই কেমন ধার্মিক?'

: এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেন না, মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদও পড়ে। তবে আমাকে তেমন কিছু বলেনা। নিজে টিভি প্রোগ্রামগুলো তেমন একটা দেখে না কিন্তু আমাকে দেখতে নিষেধ করে না। সে কোন পরস্ত্রী এর দিকে তাকায় না আমার বাসায় কোন ভদ্র মহিলা আসলে পারতপক্ষে তার সামনে যায় না। তাই বলে আমি যে পর্দা করি না তা নিয়ে কোন অশান্তি করে না। একবার ফজরের নামাজ পড়তে পারে নি, তার সে কি কান্না। আমি বললাম, 'ভাই তো আপনাকে একটুও ভালোবাসে না তাকি আপনি জানেন?' চমকে উঠল রোজী আপা।

: তার মানে ? আপনি বললেই হলো?

হাসতে হাসতে বললাম, 'না বললে হবে কেন? আমার কাছে প্রমান আছে।'

বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, 'কি প্রমান আছে আপনার কাছে?'

বললাম, 'ভাই জানে এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে কি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আর জানে বলেই নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। এক ওয়াক্ত কাজা হলে ভয়ে কান্না কাটিও করেন অথচ আপনি যে ঠিক মতো নামাজ পড়েন না তাতে কিছু বলে না। তার মানে কি? আপনার শাস্তি হলে তার কিছু যায় আসে না। নিজে টিভিতে অশ্লীল কিছু দেখে না, পর্দা করে

www.pathagar.com

চলে- আপনি যে বেপর্দায় চলেন, অশ্লীল নাচ গান নাটক সিনেমা দেখেন তাতে আপনাকে কিছু বলে না। এসব কি ভালোবাসার নিদর্শন?' রোজী আপা চুপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি আবার বললাম, 'তখন আপনি আপনার বাচ্চার হাত থেকে জোর করে পানির মগ সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আপনার ছেলে কাদঁছিল তবু ওকে আপনি পানি দিয়ে খেলতে দিলেন না। কারণ আপনার ছেলে বোঝে না ঐ ভাবে বেশিক্ষণ পানি নাড়াচাড়া করলে ওর ঠান্ডা লাগতে পারে। জ্বর হতে পারে তখন ওর খুব কষ্ট হবে। কিন্তু আপনি বোঝেন বলেই জোর করে ওর হাত থেকে পানি নিয়ে গেলেন। কারণ আপনি আপনার ছেলেকে ভালবাসেন।'

ভাই সাহেব আপনাকে ভালোবাসলে নিশ্চয়ই যে সব কাজ না করলে আখিরাতে আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন সেই সব কাজ আপনাকে বুঝাতে না পারলে জোর করে করাতেন। আর যে সব কাজ করলে আখিরাতে আপনি বিপদে পড়বেন সেই সব কাজ আপনাকে কিছুতেই করতে দিতেন না। রোজী আপা তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে অনেকক্ষণ। তারপর ঠিকই বলেছেন, 'বলে ধীরে ধীরে বাসায় চলে গেলেন।'

পরদিন আমার হাসবেন্ড অফিস থেকে এসে বলেন, 'এই! আফজাল হোসেনের স্ত্রীকে তুমি কি বলেছ?' বললাম ক্যান কি হয়েছে?

: আফজাল ভাই আজ আমার অফিসে যেয়ে বলল, 'ভাই সাহেব দেখেন তো কি যন্ত্রনা। ভাবী যুক্তি দিয়ে আমার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি তাকে ভালোবাসি না। সেই কালরাত থেকে তার ঐ একই কথা। আর অনবরত কান্না। কি করি বলেন তো?'

আফজাল হোসেন আর রোজী আপা শেষ পর্যন্ত কি করেছেন তা জানি না। আমার কথা হলো সমাজে এই ধরনের অনেক দম্পতি আছে এবং ভালোই আছে। যে যার মতে। কেউ কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেয় না। নিজেদের উদার এবং ধর্মান্ধ নয় বলে দাবী করে। সেই সাথে ধার্মিক বলে গৌরবও করে।

বলুনতো যারা জেনে বুঝে বিশ্বাস করে, নিজে নামাজ ও পর্দার পাবন্দি হয়েও জীবন সাথীকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করেনা। বিশেষ করে নামাজ এবং পর্দার মতো মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত দেয় না তারা কেমন মুসলমান?

আর যারা ভালো মন্দ লাভ-ক্ষতি সব কিছু বুঝার পরও শুধু নামাজ কালাম পর্দা পুশিদার কথা বোঝে না-তারাই বা কেমন মুসলমান?

- o -

www.pathagar.com

৮. আমরা কেমন মুসলমান

কথায় বলে যে মায়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসে তার নাম ডাইনী।

মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন। কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেছেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে লালন পালন করেছেন। সন্তান হওয়ার পরে তার নিজস্ব কোন আনন্দ আহ্লাদের মূল্য না দিয়ে শুধু সন্তানের কল্যাণ কিসে হবে সেই কাজ করেছেন এবং জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত মা সন্তানের কল্যাণ কামনা-ই করেন। সেই মায়ের চেয়ে কারো বেশী ভালোবাসা দেখাতে যাওয়া মানেই ভিতরে কোনো দুরভিসন্ধি বা কোনো কু উদ্দেশ্য আছে। মায়ের চেয়ে অন্য কেউ বেশী ভালোবাসতে পারে না। এটাই সত্য কথা। সারা বিশ্বজাহানের মালিক প্রভু-মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। মায়ের বুকে খাদ্য আর প্রাণে স্নেহ মমতা দিয়েছেন। বাবার অন্তরে দিয়েছেন ভালোবাসা। যার দেওয়া আলো বাতাসে বেড়ে উঠেছি। যার অনুগ্রহ ছাড়া একটা নি:শ্বাস নিতে বা ছাড়তে পারিনা। যিনি আমাকে সুঠাম করেছেন সুন্দর করেছেন। জ্ঞান দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন। খাদ্য দিয়েছেন পানীয় দিয়েছেন, সংসার, সন্তান, জীবন সাথী, মা-বাবা, ভাই-বোন, বন্ধু স্বজন পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ প্রেম সব যার দয়ার দান। আর দিয়েছেন এমন একটি সুষ্ঠু জীবন পদ্ধতি যার মধ্যে আছে একটি সুষম অর্থনৈতিক জীবনাদর্শ, একটি সুবিন্যাস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান একটি দেওয়ানী, ফৌজদারী ও আন্তর্জাতিক আইন বিধি, একটি ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারী আইন ব্যবস্থা এবং একটি নৈতিক ও আধ্যাতিক জীবন ব্যবস্থা। যা সবই আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য। নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সময় শেষ হলেই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তার দেওয়া নির্ধারিত সময়ের বেশী একটা মুহূর্ত থাকা যাবে না।

সেই মহান সত্তার চেয়ে যদি অন্য কেউ বেশী ভালোবাসা দেখায়। মহান প্রভুর বিরুদ্ধাচরণ করতে বুদ্ধি দেয়, আর বোঝাতে চায় যে মহান প্রভু আমাদের কল্যাণ চান না। বরং আমাদের ঠকাতে চান। তাহলে এই বুদ্ধিদাতা কে? সে কি স্বয়ং ইবলিশ নয়?

www.pathagar.com

বিশ্বের কোনো দেশে, কোনো মতবাদে, কোনো ধর্মে, কোনো আইনে, কোনো জাতির মধ্যে এমন সুষ্ঠু, সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ উত্তরাধিকারী আইন ব্যবস্থা নেই যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মুসলমানদের দিয়েছেন। এমন পক্ষপাতহীন বন্টন পদ্ধতি প্রনয়ন করা নারী পুরুষের সৃষ্টি কর্তা মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নেই বিধায় অন্যান্য আইনের মতো উত্তরাধিকারী আইনের সুফলও আমরা ঠিক মতো পাইনা।

আমাদের সমাজের ৯০% মহিলা বাপ দাদার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। কোনো কোনো বাবারাই জীবিত থাকতে সম্পত্তি ছেলেদের নামে লিখে দিয়ে যায়। আবার কোনো কোনো জায়গায় বাবারা লিখে দেয় না ঠিকই কিন্তু ভাইয়েরা কোনো দিনই সে সম্পত্তি বোনদের দেয় না।

আমার শ্বশুর আর আমার বড় ভাসুরের শ্বশুর দু'জনে বন্ধু মানুষ ছিলেন। আমার শ্বশুরই আগে মারা যান। তিনি সম্পত্তি কাউকে লিখে দিয়ে যান নি। তাকে একদিন আমার বড় ভাসুর বলেন, 'বাবা আপনি থাকতেই জমি জমাগুলো ভাগ করে দিয়ে গেলে হতো না?' আমার শ্বশুর বলেন, 'আল্লাহর দেওয়া সম্পত্তি যত দিন আল্লাহ তৌফিক দিলেন আমি ভোগ করে গেলাম। আমি ভাগ করার কে? আমি চলে যাওয়ার পর আল্লাহর আইন মতো তোমরা ভাগ করে নিও। আমি এর মধ্যে নেই।' আর তার বন্ধু (আমার বড় ভাসুরের শ্বশুর) সব স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিন মেয়েকে কিছুই না দিয়ে ছয় ছেলেকে লিখে দিয়ে গিয়েছেন।

আমাকে একদিন বলেন, 'তোমার শ্বশুর কাজটা ভালো করে গেলো না। তার মধ্যে আবার মেয়েই চার জন। তারাই তো প্রায় অর্ধেক পেয়ে যাবে।'

বললাম, 'তাওই সাহেব, আমার শ্বশুর চলে গেছেন, আপনি ও যাবেন, আমরাও যাবো। ওখানে যেয়েই বোঝা যাবে আপনিই সঠিক কাজ করেছেন না আমার শ্বশুরই সঠিক কাজ করেছেন।'

এমনি অনেক বাবা এবং ভাই আছে যারা ছলে, বলে, কৌশলে, মেয়েদের ঠকায়। আবার স্বামীদের তরফ থেকেও মেয়েরা ঠকে। সমাজে কম স্বামীই আছে যারা সঠিক ভাবে মোহরানা পরিশোধ করে। মেয়েরা যেনো ঠকতেই এসেছে পৃথিবীতে।

www.pathagar.com

শিক্ষিত সচেতন নারী সমাজ যদি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতো তা হলে একটা উপযুক্ত কাজ হতো। মহান আল্লাহ প্রদত্ত ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমরা সবাই সক্রিয় হতাম। কিন্তু তা না করে এই তথাকথিত নারীবাদীরা খোদ আল্লাহর দেওয়া বিধানে হাত দিয়ে বসল। তারা বুঝাতে চাইল আল্লাহই নারীদের উপর যুলুম করেছে। (আসতাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ) মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। প্রবাদটি ছোট বেলাতেই শিখেছিলাম। কিন্তু এই দরদকে কি বলব? মায়ের চেয়ে পরশীর দরদ বেশী?

এ আন্দোলনের এক শীর্ষ নেত্রী হলেন হেনা দাস-অনাসৃষ্টি কতো আর দেখব? মহিলা ও শিশু এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদাকে চৌধুরী-মৌলবাদ রুখতে নারী ইস্যুতে দলীয় গন্ডির বাইরে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টির আহবান জানিয়েছেন। এরা ইসলামকে এখন আর ইসলাম বলে না, বলে মৌলবাদ।

পাশাপাশি বাড়িতে বাস করা হেনা দাসরা যে বাপের সম্পত্তিও পায় না স্বামীর কাছ থেকেও কিছুই পায়না। তারা নিজেদের জন্য আন্দোলন না করে, আমাদের জন্য মরাকান্না শুরু করল ক্যান এটাই বুঝে আসছে না।

এই সব নারীবাদীরা আমাদের সমাজকে পুরুষ শাসিত বলে যতই গালি দিক না কেন বাস্তব সত্য হলো পিতার মৃত্যুর পর সংসারের যাবতীয় ঝক্কি ঝামেলা পুত্রের উপর এসেই পড়ে। মায়ের চিকিৎসা, ভরণ পোষণ, ছোট ভাইবোনদের লালন পালন, লেখা পড়া, বিবাহিতা বোন দুলাভাই ভাগ্না ভাগ্নীদের আদর আপ্যায়ন, বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তা বোনটির দেখভাল। প্রয়োজনে কোর্টে কেস পরিচালনা সবই করতে হয় পুত্র সন্তানকে। পাশের বাড়িতেই বড় বোন বাস করে, তাকে এসব কিছুই ভাবতে হয় না। দায়িত্বের বেলায় যেখানে এতো ছাড়। এমন কি নিজের ভরণ পোষণের দায়িত্বটা তা নিজের না। আল্লাহ পাক যে ন্যায় বিচারক, তার-ই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পিতা মাতার সম্পত্তিতে কন্যার চেয়ে পুত্রের অংশে দ্বিগুণ করে। অবশ্য এতে মেয়েদের অংশ কম হয়নি। পুরুষরা তো মোহরানা পায় না যা মেয়েদের জন্য অবশ্য প্রাপ্য। মোহর হচ্ছে মুসলিম নারী পুরুষের বিবাহের প্রধান শর্ত। মোহর নির্ধারণ করা ছাড়া বিয়েই হয় না। আগেও বলেছি অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের সঠিক পাওনা

www.pathagar.com

থেকে বঞ্চিত। এই ব্যাপারে আন্দোলন হওয়া উচিত। তা না করে আল্লাহর বিধান নিয়ে টানাটানি। বেয়াদপী আর কাকে বলে?

আসলে কোনো মুসলিম-ই আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে না। করতে পারে না।

যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধানের সমালোচনা করে। সংস্কার করতে চায়, পরিবর্তন করতে চায় তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, তারা মুরতাদ হয়ে যায়। নাম তাদের রাশেদা, রোকেয়া, তসলিমা, নিপু, দিপু, হেনা, সেলিনা যা-ই হোক না কেন। তারা আর কোনো মুসলিম মা বাবার উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। এটাই ইসলামের বিধান। এই সব অপাংতেয় অবার্চীনদের নিরর্থক হৈ চৈ তে ইসলামের কোনো ক্ষতি কোনো দিন হয় নি-হবেও না ইনশালাহ।

আল্লাহপাক যেনো আমাদের সকল অপতৎপরতা থেকে রক্ষা করেন। আমীন। চুম্মা আমীন।।

- o -

www.pathagar.com

লেখিকার প্রকাশিত কয়েকটি বই

১. যুগে যুগে দাওয়াতী দ্বীনের কাজে মহিলাদের অবদান
২. মহিমান্বিত তিনটি রাত
৩. যিলহজ্জ মাসের তিনটি নিয়ামত
৪ দাউস কক্ষোণো জান্নাতে প্রবেশ করবে না
৫. কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঈমান-১,২
৬. স্মৃতির এ্যালবামে তুলে রাখা কয়েকটি দিন
৭. শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর
৮. নামাজ বেহেশতের চাবী
৯. সুনামী
১০. সাহাবাদের ১৩টি প্রশ্ন আল্লাহতায়ালার জবাব
১১. ভালবাসা পেতে হলে
১২. কিছু সত্য বচন
১৩. তাকওয়া অর্জনই হোক মু'মিন জীবনের লক্ষ্য
১৪. দাওয়াতী কাজে মহিলাদের অবদান
১৫. আজ আমার মরতে যে নেই ভয়
১৬. কবে আসবে সেই শুভদিন
১৭. জান্নাতী দল কোনটি
১৮. কি শেখায় মহররম
১৯. আপনি কেন জামায়াতে ইসলামীতে শরিক হবেন না
১৪. চরমোনাইর পীর আমাকে জামায়াতে ইসলামীতে নিয়ে এসেছেন।
১৫. মাসুদা সুলতানা রুমি'র রচনাসমগ্র-১, ২
১৬. ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর দায়িত্ব-আবু সলিম মো: আব্দুল হাই
১৭. ইসলামী সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব-জয়নব আল গাজালী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com